২৪-০২-১৮ : প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরাই ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট, বাবা তোমাদের রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান দিয়ে মাস্টার বুদ্ধি - বিবেচক বানিয়েছেন, এখন তোমরা সব কিছুই জানো"

প্রশ্ন :- অন্যদের বোঝাতে পারবে এমন সক্ষমতা কোন্ বাচ্চাদের থাকবে ?

উত্তর :- যার কাছে জ্ঞানের পুঁজি সঞ্চিত আছে , যে স্বয়ং প্রতিটি কথা বুঝে ধারণ করে, সে-ই অন্যদের সক্ষমতার সাথে বোঝাতে পারবে । তোমাদের সক্ষমতার সাথে সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে ওঁনার কাছ থেকে বর্সা নেওয়ার বিধি বলে দিতে হবে ।

গীত :-- ভাগ্য তৈরি করে এসেছি, ••••

ওঁম শান্তি । বাস্তবে এই গীত গাওয়ার প্রয়োজন নেই । কিন্তু আবিষ্ট হওয়ার জন্য আওয়াজের প্রয়োজন । বাস্তবে আত্মার আওয়াজের কোনও দরকার নেই । আত্মা তো শব্দের দুনিয়ার ওপারে নির্বাণধামে যেতে চায় । অনেক গান, বাজনা, তালি ইত্যাদি শুনে আত্মা ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাই এখন বাবাকে স্মরণ করে -- হে ভগবান আমাকে নিয়ে যাও । বাচ্চারা জানে এসব বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন । যেমন ঘরে বাবা আর দাদা দু'জনেই বাচ্চা - বাচ্চা বলেন । দাদা এমন বলেন না যে, পৌত্ররা এদিকে এসো । দুজনেই বলবেন বাচ্চারা এদিকে এসো । এখানে বাবা আর দাদা, সাকার আর নিরাকার দু'জনেই একত্র । বাস্তবে সব মনুষ্য - মাত্রেরই এঁনারাই বাবা আর দাদা, আর তাই সৃষ্টি রচনার জন্য অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকে আসতে হয় । তোমাদের নাম সুন্দর রাখা হয়েছে -- ব্রহ্মাকুমার কুমারী । আবুতেও অধর দেবী আর কুমারী কন্যাদের মন্দির আছে । এক কন্যা তো নিশ্চয়ই হবে না, তাই না ! অবশ্যই অনেক হবে । দু'জনেরই আলাদা আলাদা মন্দির আছে । অধরকুমারী কাদের বলা হয়, কুমারী কন্যা কাদের বলা হয় -- এতো তোমরাই জান । এরাই হলো শিবশক্তি । ভেতরে অনেক বড়ো মন্দির আছে , অনেক গৃহ আছে আর এটাই সাক্ষ্যপ্রমাণ করে যে , অনেক কুমারী কন্যা আর অধরকুমারীরা ছিল । চিত্র যা তৈরি হয়ে থাকে এটাই স্মরণ করিয়ে দেয় - যা ঘটে গেছে । যেমন দেবী-দেবতাদের চিত্র যারা ছিলেন বিশ্বের মালিক । এখন আর নেই । বিশ্বের রচয়িতাই ভারতকে বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলেন, কিভাবে ? আবার তা রচিত হচ্ছে । এখন কলিযুগ, সত্য যুগে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম । কলিযুগে অনেক ধর্ম আর অনেক প্রজার রাজ্য । তোমরা বাচ্চারা যখন শোন , বুঝতেও পার যে বাবা যথার্থ নিয়মে বোঝাচ্ছেন । কিন্তু কোনও কারণবশত ধারণা না হওয়ার জন্য অন্যদেরও বোঝাতে পার না । কিছু না কিছু বিঘ্ন আছে । আমরা ডাল স্টুডেন্টস । বাবা তো আমাদের খুব ভালো বিধিতে বোঝান ।
অনেক মানুষ, অনেক ধর্ম । পাঁচ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, অল্প সংখ্যক মানুষ ছিল ; যারা সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীতে এসেছিল পরমধাম থেকে নিজেদের পার্ট প্লে করতে । বাকি সব ধর্মের আত্মারা নির্বাণধামে ছিল । এখন অনেক ধর্ম, শুধু দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় বিলুপ্তির পথে । সত্য যুগ অবশ্যই তৈরি হবে । পরমপিতা পরমাত্মাকেই এসে স্বর্গ রচনা করতে হয় । ভক্ত যখন ভগবানকে স্মরণ করে তাদের ভক্তির ফল দান করতে ওঁনাকে আসতেই হয় । বাকি সবাইকে তিনি মুক্তিধামে নিয়ে যান ; আর কেউ এভাবে নিয়ে যেতে পারেন না । একজন গুরুও যদি সদ্গতির পথ জানত তবে তাদের পিছনে লক্ষাধিক শিষ্যও যেত। ঐ যাত্রায় গিয়েও তো আবার ফিরে আসে ।

মুক্তিধামে গিয়েও আবার ফিরে আসে কেন ? একজন কেউ পথ পেলে বাকিদেরও নিয়ে যায় । এখন বাবা এসেছেন, তোমরা সবাই পথের হদিস পেয়েছ তাই না ! সবাইকে দুখের দুনিয়া থেকে মুক্ত করেন, তাই তাঁকে মুক্তিদাতা বলা হয় । ঐ নিরাকারকে আসতে হলে শরীর প্রয়োজন, আর নতুন সৃষ্টি রচনার জন্য প্রজাপিতাকেও প্রয়োজন । রচনা এখানেই রচিত হবে । ব্রহ্মারও এখানকার মনুষ্য চাই, সূক্ষ্মবতন থেকে তো আর নীচে আসবেন না । বলা হয় এখন ব্রহ্মার রাত সুতরাং ব্রহ্মামুখ বংশাবলীদেরও রাত । এখন অন্তিমে বাবা এসেছেন দিনের সূচনা করতে । ব্রহ্মার রাত শেষ হলে বি. কে দেরও রাতের শেষ । প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন, বাস্তবে প্রতিটি মনুষ্য আত্মাদের বাবা পরমাত্মাকেই বলা হয়ে থাকে । সবাই ওঁনাকে গড ফাদার পরমপিতা পরমাত্মা বলে । সচেতন মনুষ্য যখন গডফাদার বলে, তখন কিন্তু কোনও মানুষকে স্মরণ করে না । কেউ কেউ তো বলে উনি জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম । ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরকে তো ব্রহ্ম বলবে না । প্রথম প্রথম পরিচয় দিতে হবে যে আমি বি. কে । ব্রহ্মাকেও পরমপিতা পরমাত্মা রচনা করেন ; তারপর ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন । প্রজাপিতা যখন নিশ্চয়ই অনেক সন্তান হবে । এই রীতিতে কুল বৃদ্ধি পেতে থাকে । ব্রাহ্মণরাই বর্ণ বদল করে সত্য যুগে দেবত্ব লাভ করে, কেননা বাবাই বসে ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখান । বাবা বলেন তোমরা আমার দ্বারা আমাকে আর আমার রচনাকে জানলে সব কিছু জানতে সক্ষম হও । এরপর জানার আর কিছুই বাকি থাকে না । এতো বড়ো পরীক্ষায় সফলতা লাভ করো অর্থাত্ মাস্টার সর্বজ্ঞ হয়ে যাও ।

গডলি স্টুডেন্টস শুধু ব্রাহ্মণরাই হতে পারে । দেবতারা, বৈশ্য বা শূদ্র কেউ গডলি স্টুডেন্টস হতে পারে না । ভগবানুবাচ শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই । যদি কৃষ্ণ ভগবানুবাচ হত তা কাদের প্রতি ? নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হত । প্রজাপিতা দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচিত হয় । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও ব্রহ্মাই রচনা করেন । কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ তো কখনও বলা হয়না । সবার প্রথমে বোঝাতে হবে যে আমাদের পড়াচ্ছেন স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর । উনিই আমাদের বাবা, শিক্ষক, সদগুরু । এখানে আর কোনও উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করার দরকারই নেই । একজন বি. কে নয় এখানে প্রচুর সংখ্যায় বি. কে আছে । সবার প্রথমে পড়াতে হবে ঈশ্বর সম্পর্কে । ঈশ্বর ছাড়া মানুষ কিছুই জানতে পারবে না । ওদের বোঝাতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা শিব ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করছেন । একলা ব্রহ্মাই শুধু রচয়িতা নন । এই পয়েন্টস ধারণ করতে হবে । বাবার কাছে জ্ঞান আছে তাই তিনি তোমাদের প্রদান করেন । তোমরা জ্ঞান গঙ্গা, সাগর তো একটাই । ব্রহ্মাও জ্ঞান কন্ঠে ধারণ করেন তাই তিনিও জ্ঞান গঙ্গা । জ্ঞান কন্ঠস্থ করে যারা তাদের জ্ঞান গঙ্গা বলা হয়, এর মধ্যে পুরুষ মহিলা দুইই পড়ে । জ্ঞানের সাগর বাবা তো একজনই । এখানে দেখো জলের সাগরকে কতো টুকরো টুকরো করা হয়েছে । সত্য যুগে যখন একই সূর্যবংশী রাজত্ব ছিল, তখন সাগর কখনও খন্ডিত ছিল না । যেখানে খুশি ঘুরে আসত, ওখানে কেউ বলেনা যে, এটা আমার এলাকা এখানে কেউ এসো না বা জল নিও না । এখানে তো একজন আরেকজনকে জল দেওয়া বন্ধ করে দেয় । কত টুকরো হয়ে গেছে । এখন আমি একটাই সত্যখন্ড স্বর্গের স্থাপনা করতে এসেছি । বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) তো বিচার সাগর মন্থন করে তবেই বোঝান । ব্রহ্মাও তো বলেন সব জীবাত্মা আমার সন্তান । আদি দেব অথবা আদম সবার বাবা । এমন নয় যে ঐ সময় কোনও মনুষ্য ছিল না তাই আদম মনুষ্য সৃষ্টি করেছিল । না , নিরাকার বাবাকেই নিশ্চয়ই আদম শরীরে প্রবেশ করতে হয় , তবেই তো মুখ বংশাবলী রচিত হয় । এমন নয় যে কেউ মুখ দ্বারা , নাসিকা দ্বারা বা পবন দ্বারা জন্ম নিয়েছে । এ- সবই ভক্তি কথা । মানুষ তো কচ্ছ - মচ্ছেরও

পূজি করে । প্রথম কথা হলো আত্মাদের পিতা কে ? উনি নিশ্চয়ই স্বর্গের রচয়িতা । এখন তো নরক । এখন আমরা স্বর্গ স্থাপনার্থে রাজযোগ শিখছি , পরমপিতা পরমাত্মা দ্বারা । ব্রহ্মাও ওনার দ্বারা শিক্ষা লাভ করছেন । পরমপিতা পরমাত্মা সব আত্মাদের পিতা । ব্রহ্মা জীবাত্মাদের পিতা । আমরা ওনার মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী । আমাদের জ্ঞান ; জ্ঞানের সাগর বাবাই দেন । আমরা তাঁর শ্রীমতে চলি । উনিতো শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার মত বিখ্যাত । এমন কখনও বলা হয়না কি বিষ্ণু ও নেমে আসে, তোমরা তা মানবে না । একথা ব্রহ্মার জন্য বলা হয় । ওনাকেও জ্ঞান দেন শিব । তোমরা ও শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠছো । বাবা বুঝিয়েছেন আমিই এসে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । এই যে আর্যরা এতো খিটপিট করে, তাদের বলো তোমরা তো দেবতাদের মানো না , তাদের খন্ডণ করো । আমরা হলাম দেবী - দেবতা ধর্মের । তোমাদের ধর্ম আলাদা, দেবী- দেবতা ধর্ম আলাদা । প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে যে , নিজ ধর্মের জন্য কিছু করে । মুসলিমদের ধর্ম আলাদা , ওরা অনেক তর্ক করে যে তোমরা এমন কেন করো ? আমাদের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম , তারই প্রচার করি । তোমরা হস্তক্ষেপ কেন কর ? তাদেরও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, ওদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, ওরা এসব বুঝবে না । যারাই আসবে বাবার পরিচয় দাও । আমরা বাবার কাছ থেকে বর্সা নিচ্ছি । তোমরাও নেবে তো চলে এসো । বাবা অমরলোক স্থাপন করছেন , তোমাদের পবিত্র হতেই হবে । বাবা বলেছেন রাবণের আসুরি প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করতেই হবে । আমরা শক্তি সেনা জয়ী হতে চলেছি । আমাদের ওস্তাদ কেমন করে জয়ী হতে হয়, তা শেখাচ্ছেন ; তোমরাও এলে তা বোঝাবো । তোমরাও জয়ী হতে চাও তো, শক্তিদলে সামিল হও । বাকি অনাবশ্যক কথা বোলো না । কিন্তু সক্ষমতার সাথে তারাই বোঝাতে পারবে যার কাছে জ্ঞানের পুঁজি সঞ্চিত আছে । আচ্ছা !
মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমরনিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) জ্ঞানকে কন্ঠস্থ করে মাস্টার জ্ঞান সাগর অথবা জ্ঞান গঙ্গা হয়ে পতিতদের পবিত্র করার সেবা করতে হবে ।
২) প্রত্যেককে অনেক যুক্তি সহযোগে বোঝাতে হবে । কারো সাথে আলোচনা করা অনুচিত। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে ।

বরদান :- নতুন থেকে নতুন, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ সংকল্প দ্বারা নতুন দুনিয়ার ঝলক দেখানোতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ আত্মা হও

নতুন দিন, নতুন রাতের কথা তো সবাই বলে, কিন্তু তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সংকল্প নতুন থেকে নতুন, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ, উচ্চ থেকে উচ্চতর হলে চারদিক নতুন দুনিয়ার ঝলক দেখানোর আওয়াজ ধ্বনিত হবে, আর নতুন দুনিয়ার তৈরির কাজে সামিল হবে । যেমন স্থাপনার শুরুতে স্বপ্ন আর সাক্ষাত্কারের লীলা বিশেষ ভাবে চলেছিল ঠিক তেমনই অন্তিমেও সেই লীলা প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত হবে ।

স্লোগান :- মায়াজীত হতে চাও তো এক বাবাকেই নিজের সাথী বানাও আর ওনার সাথী হয়েই থাকো ।
মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য - ২১-০১-৫৭

"এই ঈশ্বরীয় সত্সঙ্গ সাধারণ সত্সঙ্গ নয়"

আমাদের এই যে ঈশ্বরীয় সত্সঙ্গ তা সাধারণ সত্সঙ্গ নয় । এ হল ঈশ্বরীয় স্কুল, কলেজ । যে কলেজে নিজেকে পড়াশোনা করতে হয়, বাকি সতসঙ্গে তো কিছু সময় জ্ঞান শোনে তারপর যা ছিল তাই হয়ে যায়, কেননা রোজ পড়ানো হয় না যা থেকে কিছু প্রালব্ধ হয়। তাই এই সত্সঙ্গ কোনও সাধারণ সত্সঙ্গ নয় । আমাদের তো ঈশ্বরীয় কলেজ যেখানে পরমাত্মা বসে আমাদের পড়ান আর আমরা ঐ জ্ঞান ধারণ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি । যেমন স্কুলে মাস্টার পড়িয়ে ডিগ্রি প্রাপ্তি করান ঠিক তেমনই এখানেও স্বয়ং পরমাত্মা গুরু , পিতা, শিক্ষকের রূপে আমাদের পড়িয়ে সর্বোত্তম দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করান আর তাই স্কুলে আসা একান্ত জরুরি । এখানে যারা আসে তাদের এই জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা হওয়া উচিত যে , এ কোন্ শিক্ষা - এ শিক্ষা গ্রহণে আমাদের কি প্রাপ্তি হবে । আমরা তো জেনে গেছি আমাদের স্বয়ং পরমাত্মা এসে ডিগ্রি প্রাপ্তি করান আর, একই জন্মে পুরো কোর্স শেষ করতে হয় । যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কোর্স বিধি অনুসারে পড়ে তারা পুরো পাশ করে আর যারা মাঝামাঝি সময়ে আসে, তারা পুরো জ্ঞান পায়না কারণ তাদের পূর্ববর্তী পড়া অসমাপ্ত থেকে যায়, সেইজন্যই এখানে রোজ পড়তে হয় আর এই জ্ঞান ধারণেই উঁচু পদ প্রাপ্তি হয়, তাই রোজ পড়াশোনা করতে হয় ।

২) "পরমাত্মার বিশ্বস্ত সন্তান হওয়ার জন্য কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়"

ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি, যখন পরমাত্মা স্বয়ং এই সৃষ্টিতে অবতরিত হয়েছেন, তখন পরমাত্মার প্রতি নিশ্চিত রূপে হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ; কিন্তু নিশ্চিত রূপে সমর্থ সন্তানই বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে পারে । এই বাবার হাত কখনও ছাড়া উচিত নয়, ছেড়ে দিলে নির্ধন হতে হবে । যখন পরমাত্মার হাত ধরেছি তখন সূক্ষ্ম রূপেও এই সংকল্প যেন না আসে হাত কি ছেড়ে দেব বা তাঁর প্রতি কোনও সংশয়ও যেন না আসে - জানিনা পার হতে পারবো কিনা ! কখনও এমন বাচ্চাও থাকে যে পিতাকে না চেনার কারণে তাঁর সামনেই বলে দেয় যে আমি কারও পরোয়া করিনা । যদি এমন ভাবনা আসে তো এমন অবিবেচক বাচ্চাকে বাবা কেমন করে সামলাবেন ! সে তো নীচে নামতেই থাকবে আর মায়াও তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা নেবে যে এই বাচ্চা কতখানি যোদ্ধা আর শক্তিশালী । এখন এও খুব জরুরি, আমরা যত প্রভুর সমীপে যাব মায়া ততই আমাদের নিম্ন গামী করার চেষ্টা করবে । জোর পুরো হবে, যত প্রভু বলবান মায়াও ততই বলশালী হবে । কিন্তু নিজের নিশ্চয় পাক্কা বুদ্ধি থাকা উচিত যে পরমাত্মাই মহান বলশালী, শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হবেন । প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে এই বিশ্বাসে স্থিত হতে হবে । মায়া নিজের বল দেখাবে সে প্রভুর সামনে কমজোর হবে না কিন্তু একবার যদি কমজোর হয় তবে শেষ হয়ে যাবে । সুতরাং মায়া যতই তার শক্তি দেখাক না কেন, আমরা মায়াপতির হাত কখনওই ছাড়ব না । যে তাঁর হাত ধরবে তার বিজয় নিশ্চিত । যখন পরমাত্মা আমার মালিক তখন তাঁর হাত ছাড়ার সংকল্প কখনও আসা উচিত নয় । যদি হাত ছেড়ে দাও তবে মুর্খামি করবে, সেইজন্যই পরমাত্মা বলেন - বাচ্চারা,

যখন আমি নিজে সমর্থ তখন আমার সাথী হয়ে তোমাকেও অবশ্যই সমর্থ হতে হবে । বুঝেছ বাচ্চারা । আচ্ছা । ওম শান্তি ।